দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়॥ তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার॥ ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম আছে কি না তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তিন কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত এই কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট পাবার পর সরকার ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিকে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৩ ছাত্রীকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এসব ছাত্রীর অভিভাবকরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করার পর আগামী এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠনকে ছাত্রী ও অভিভাবকরা খুবই ইতিবাচকভাবে

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পাতার পর)

দেখছেন এবং ধারণা করছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের মেয়েরা ক্লাস করতে পারবে।

এদিকে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দারোয়ানরা গেট বন্ধ করে রাখছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, আদালতের নির্দেশ বড় না কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বড়! উল্লেখ্য, আদালত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের একাডেমিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটি দ্রুত কাজ শুরু করেছে। সোমবার ভিকারুননিসা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. এইচবিএম ইকবাল মঞ্জুরী কমিশনের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। সূত্রমতে, ডা. ইকবাল মঞ্জুরী কমিশনের কাছে জানিয়েছেন যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সরেজমিন পরিদর্শন, তদন্ত এবং সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুল ও কলেজের যে অব্যবহৃত জমি নেয়া হয়েছে তা কারও ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহারের জন্য নয়। এই জমিটি বাবুর্চিখানা, গোয়ালঘর, মুদি দোকান এবং সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডা. ইকবাল জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ কোটি টাকার তহবিল গঠনের জন্য স্কুল ও কলেজের ফান্ড থেকে ঋণ হিসাবে চার কোটি টাকা নেয়া হয়েছে, যা অবশ্যই পরিশোধ করা হবে। ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে জমি নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভিকারুননিসার নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং স্কুল এ্যান্ড কলেজের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের পরিচালনা কমিটিতে স্কুল এ্যান্ড কলেজের পরিচালনা কমিটির চার সদস্যকে রাখা হয়েছে এবং পদাধিকারবলে কলেজের অধ্যক্ষ এই ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব হবেন। তিনি বলেন, ভিকারুননিসায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া একজন ছাত্রী যেন একই সঙ্গে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বের হতে পারে সেই স্বপ্ন থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

এদিকে ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছে, ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজের সঙ্গে একই ক্যাম্পাসে থাকতে পারে না। কর্তৃপক্ষ স্কুল ও কলেজের জমি এবং ঋণ হিসাবে নেয়া টাকা ফেরত